MAR. 29 2002

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

ছাত্রলীগের নতুন কমিটিকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের জোর লবিং গ্রুপিং

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আসন্ন সম্মেলনে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব প্রত্যাশী নেতাকর্মীদের মধ্যে জোর লবিং-গ্রুপিং চলছে। কমিটির শীর্ষ পদপ্রার্থী নেতারা ছুটছেন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের দ্বারে দ্বারে। এদিকে ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সম্মেলন করার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মহানগর ও জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত কার্যকর না হওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর আগামী ৩ এপ্রিল ছাত্রলীগের ২৫তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

জানা গেছে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ছাত্রলীগের এক বর্ধিত সভায় দীর্ঘদিন সম্মেলন না হওয়া ২৪টি জেলায় চলতি মাসের মধ্যে নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা আর কার্যকর হয়নি। এমনকি এই প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কমিটি পুনর্গঠন ছাড়াই কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হচ্ছে। সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে

৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ছাত্রলীগের নতুন কমিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান করে সাবেক ছাত্রনেতাদের নিয়ে ছাত্রলীগ পুনর্গঠনের দায়িত্বে নিয়োজিত কমিটি (ওকে কমিশন) কয়েক দফা বৈঠক করে এ সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে– সংগঠনের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ভীতি, তাদের প্রতি সরকারের আচরণ এবং সময় স্বল্পতার কারণে মাঠ পর্যায়ের সম্মেলন করা হচ্ছে না। তবে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, 'ওকে কমিশন' এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের ওপর ক্ষুব্ধ থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কমিটি গঠন স্থগিত করা হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রলীগের একটি অংশ বর্তমান নেতৃত্বের অধীনে আর কোন শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নারাজ। তারা নতুন কমিটি গঠনের পর বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শাখার কমিটি গঠনের পক্ষপাতী। এছাড়া আভ্যন্তরীণ গ্রুপিং-কোন্দলের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগরী শাখার সম্মেলনে যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা কেন্দ্রীয় সম্মেলনকে